তারিখ ...17 APR 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে তেজগাঁও কলেজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিএনপি-জামায়াত চক্র মিলে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে গত ৫ বছরে রাজধানীর তেজগাঁও কলেজটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। ফলে এক সময়ের প্রথম সারির এই কলেজটির ছাত্রসংখ্যা কমেই চলেছে। এই অভিযোগ তেজগাঁও কলেজের ৯০ ভাগ শিক্ষকের। এজন্য তারা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির সদস্যদের দায়ী করেছেন।

এদিকে অন্যায়ভাবে বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কলেজে ফিরে এলেও তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে না। নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে বিএনপি-জামায়াত চক্রটি সরকারি নিয়মবহির্ভূতভাবে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচিত করেছে।

জানা যায়, কলেজে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম আর দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগে ২০০২ সালের ২১ জুলাই তাকে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য সেই স্থানে বিএনপি-জামায়াতপন্থি অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠানকে বসানো। নিয়োগপ্রাপ্ত বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং তার দোসর চক্রটি দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও লুটপাটের ধারাকে অব্যাহত রাখতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মদদে বন মন্ত্রণালয়ের সচিব (বর্তমানে ওএসডি) জহুরুল ইসলামকে কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি নিযুক্ত করে। গোপনে বিধিবহির্ভূতভাবে ২ জন কট্টরপন্থি জামায়াত প্রতিনিধি নিয়োগ করে একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করছে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠান।

জানা গেছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারি করা বেসরকারি কলেজ পরিচালনার জন্য ঘোষিত প্রজ্ঞাপনকে পাশ কাটিয়ে গোপনে জামায়াত-বিএনপির কট্টরপন্থি নেতা হিসেবে পরিচিত কামরুল হাসান চৌধুরী (বর্তমান সভাপতি ক্রিয়া পরিষদ ঢাকা শাখা), অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক একিউ ফজলুল ওয়াহিদসহ অন্যদের নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া গত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে গভর্নিং বডিতে থাকা সদস্যরা প্রায় সবাই এখনও বহাল তবিয়তে রাষ্ট্রজাত করছে।

সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাকরিবিধিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কোন পদ নেই। এরপরও চক্রটি এ কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের ২টি পদ সৃষ্টি করেছে। এবং কোন ধরনের বিজ্ঞাপন ও নির্বাচনী বোর্ড ছাড়াই ওই পদে বিএনপি-জামায়াত নেতা হিসেবে পরিচিত মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ও মো. করিমকে নিয়োগ দেয়া হয়। সংঘবদ্ধ চক্রটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়োগ বিধি উপেক্ষা করে তৎকালীন দলীয় উপাচার্যের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে জামায়াতের তেজগাঁও থানার সাবেক আমির বর্তমানে মজলিসে শূরা সদস্য আ জ ম কামাল হোসেনকে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়। এছাড়া ৯৯ নং ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি মহিউদ্দিন শেখ, সাবেক শিবির কর্মী কাজী শাহরিয়ার বিন শামস, খন্দকার রেজাউল করিম, শিবির পরিচালিত ফোকাস কোচিং সেন্টারের সাবেক পরিচালক ইকরামুল হক, ছাত্রদল কর্মী আমির হোসেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ ট্রেজারার অধ্যাপক আবুল খায়েরের কন্যা সিলভিয়া খায়ের, আনোয়ারুল হক, শওকত হোসেন ও রফিকুল আলমকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়।

সংঘবদ্ধ চক্রটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়োগ বিধি উপেক্ষা করে তৎকালীন দলীয় উপাচার্যের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে জামায়াতের তেজগাঁও থানার সাবেক আমির বর্তমানে মজলিসে শূরা সদস্য আ জ ম কামাল হোসেনকে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়। এছাড়া ৯৯ নং ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি মহিউদ্দিন শেখ, সাবেক শিবির কর্মী কাজী শাহরিয়ার বিন শামস, খন্দকার রেজাউল করিম, শিবির পরিচালিত ফোকাস কোচিং সেন্টারের সাবেক পরিচালক ইকরামুল হক, ছাত্রদল কর্মী আমির হোসেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ ট্রেজারার অধ্যাপক আবুল খায়েরের কন্যা সিলভিয়া খায়ের, আনোয়ারুল হক, শওকত হোসেন ও রফিকুল আলমকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়।

জানা গেছে, সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে ৬ হাজার ৮০০ টাকা বেতন স্কেলে হিসাবরক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ইমাম পদে যে ৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারাও দলীয়। অযৌক্তিক এ নিয়োগের বিরুদ্ধে বর্তমানে ঢাকার যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেওয়ানি (নং- ৩৩৮/২০০৩) মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

এদিকে অবৈধভাবে বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ এরই মধ্যে আদালতের আদেশে গত ২৯ মার্চ অধ্যক্ষের পদ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু আদালতের আদেশের পরও তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে না। অধ্যক্ষ হিসেবে ফের ২৯ মার্চ কলেজে যোগদান করার পর ৯০ ভাগ শিক্ষক-কর্মচারী আবদুর রশীদকে স্বাগত জানান। আবদুর রশীদ 'সংবাদ'কে বলেন, তিনি কলেজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার সময় কলেজের নামে ১৪ কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট আর ২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা জেনারেল ফান্ড ছিল; কিন্তু বিগত ৫ বছরে সে টাকার সঙ্গে বাড়তি কোন আয় দেখানো হয়নি। উল্টো ওই টাকাও পুরোটা নেই। বিষয়টি এরই মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকেও জানানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগে তাকে কলেজ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। অথচ গত ৫ বছরে দলীয় বিবেচনায় ২১ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে দুষ্কৃতকারী চক্রটি এখনও বহাল তবিয়তে কলেজে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। তাদের দূরদর্শিতার অভাবে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে কলেজের ছাত্রসংখ্যা। ২০০২ সালে যেখানে ১৬ হাজার ছাত্র ছিল, এখন সেখানে মাত্র ৬ হাজার ছাত্র রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠান গত ৫ বছর নিয়মিত কলেজে আসেননি বলেও অভিযোগ করেছেন একাধিক শিক্ষক। গত মার্চ মাসে ২১ কর্মদিবসের একদিনও তিনি কলেজ করেননি। সূত্র জানায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়াটিও ত্রুটিপূর্ণ। অধ্যক্ষের নিয়োগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, ডিজি নির্ধারিত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে তার মেয়াদ দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রথম বার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালে অদক্ষতা, সিন্ডিকেট তৈরি আর আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তৎকালীন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সাবেক সংসদ সদস্য মে. জে. (অব.) আবদুল মান্নান তাকে বরখাস্ত করেন। এরপর নানা তদবির আর চক্রান্তের মাধ্যমে তিনি ফের পুনর্বহাল হন।

এদিকে ভবন নির্মাণে আর্থিক অনিয়ম, অধ্যাপকের কক্ষ সংস্কারের নামে প্রশস্তিহীন ১১ লাখ টাকা ব্যয়, অধ্যক্ষের অফিসের পেছনের বাথরুম নির্মাণ করতে গিয়ে ৭০ হাজার টাকা অপচয়, ১১ দিনে ৬৬ হাজার টাকার জ্বালানি খরচ, বিনা টেন্ডারে কলেজের সরকারি গাড়ি বিক্রিসহ আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সিন্ডিকেট সদস্যদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আদালতের রায় থাকার পরও কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ, অর্থনীতির অপু রানী ঘোষ ও কম্পিউটার বিভাগের নারগিস সুলতানাকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। এরই মধ্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যক্ষের পক্ষের রায়ের বিরুদ্ধে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছাড়াই আপিল করেছেন, যা কলেজের নিয়মবহির্ভূত।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তার মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।